কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ 47 ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ 2014 খ্রি. ❑ ১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ❑ ১৪২০ বঙ্গাব্দ ❑ পৃষ্ঠা ২০

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

সম্পাদকীয়

বিএডিসি'র পানাসি (পাবনা- নাটোর সিরাজগঞ্জ) প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় বড়ছিড়া খাল পুনঃখননের ফলে কৃষকের মুখে এখন তৃপ্তির হাসি দেখা দিয়েছে। নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলাটির বছরের ছয় মাসই অধিকাংশ কৃষি জমি চলন বিলের পানির নিচে থাকে। ফলে ধান বা অন্যান্য ফসল চষের সময় থাকে কম। অন্যদিকে সেচ মৌসুমে পর্যাপ্ত সেচ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকেনা। কৃষকের এই অসুবিধা দূর করতে বিএডিসি সরকারি নির্দেশনায় খাল পুনঃখননের উদ্যোগ নেয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিএডিসি পানাসি প্রকল্পের মাধ্যমে সিংড়া উপজেলায় ১৬ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বড়ছিড়া খাল পুনঃখনন কার্যক্রম। ১২.১১০ কিঃমিঃ দীর্ঘ এই খাল অত্র উপজেলার তাজিয়া ও ইটালি ইউনিয়নের প্রায় ১২ টি গ্রামের প্রায় ১০০০০ মানুষ উপকৃত হবে। প্রায় ৪০০০ হেক্টর জমি জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে। এছাড়া খালটি পুনঃখননের ফলে খালের পাড়ে মাটি দিয়ে রাস্তা তৈরি করায় স্থানীয় জনগণের চলাচলের খুব সুবিধা হয়েছে। ফলে আর্থিক ভাবে পানাসি প্রকল্পের আওতায় বড়ছিড়া খাল পুনঃখনন হওয়ায় কৃষকসহ এলাকার জনগণের মুখে হাসি ফুটেছে।

বিএডিসি'র পানাসি প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলায় পুনঃখননকৃত বড়ছিড়া খাল

ভেতরের পাতায়........................

বড়ছিড়া খাল পুনঃখননের ফলে ৪ হাজার হেক্টর জমি জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে ০৩
অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হলো যাদেরকে.. ০৯
পার্বত্য জেলায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম.. ১১
আইডিবি সহায়তাপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে নকলা,
শেরপুরে বীজ আলু উৎপাদন বিষয়ক চুক্তিবদ্ধ চাষী প্রশিক্ষণ.. ১২
দেশে বীজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা...১৩
আগামী দুই মাসের কৃষি.. ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

তত্ত্বাবধানে ঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা- তাহমিনা বেগম, সম্পাদক- মোঃ তোফায়েল আহমদ, ফটোগ্রাফি- মোঃ আব্দুল মাজেদ, মুদ্রণে- প্রিন্টোলাইন

বড়ছিড়া খাল পুন:খননের ফলে ৪ হাজার হেক্টর জমি জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় ১২.১১০ কি:মি: বড় ছিড়া খাল পুন:খননের ফলে প্রায় ৪ হজার হেক্টর জমি জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এতে ১২টি গ্রামের প্রায় ১০০০০ মানুষ উপকৃত হবে। খালের পাড়ে প্রায় ৩০০ টি এলএলপি বসিয়ে ৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে। নৌ পথের সৃষ্টি হওয়ায় নৌকা চলাচলসহ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া খালের পাড়ে মাটি দিয়ে রাস্তা হওয়ায় জনগণের চলাচলের পথ সুগম হয়েছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পানিসি প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার বড় ছিড়া খাল উদ্বোধন করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব এড. জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী (ভূ-উপরিস্থ সেচ) জনাব মো: খলিলুর রহমান, পানিসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: লুৎফর রহমান হাওলাদার, নাটোর রিজিওনের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: মাহবুব আলম, সিংড়া জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো: জাহিদ তানছীরসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগী কৃষকবৃন্দ।

নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা দেশের অন্যতম বৃহৎ উপজেলা। বিদ্যুৎ চলন বিলের অধিকাংশই এই উপজেলার অন্তর্গত। বছরের ছয় মাসই অধিকাংশ কৃষি জমি চলনবিলের পানির নিচে থাকে। ধান বা অন্যান্য ফসল চাষের সময় তাই খুবই কম পায় এ অঞ্চলের মানুষ। একে তো চাষের সময় কম অপরদিকে সেচ মৌসুমে জমিতে পর্যাপ্ত সেচ দেয়া বা পাওয়ার বিষয়টাও দরকার এ অঞ্চলের পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় সেচ

বড়ছিড়া খাল পুন:খনন কাজের উদ্বোধন করছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জ. জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

মৌসুমে সেচের জন্য পানি পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। কৃষকদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য এগিয়ে আসে বিএডিসি। বিএডিসি পানিসি প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের শুষ্ক মৌসুমের সেচের চাহিদা অনেকাংশে পূরন করতে সমর্থ হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের পর পানি আরও কিছু সময় ধরে রাখার জন্য খাল পুন:খনন করা হয়েছে। এতে পরে বর্ষার পরও এক থেকে দেড় মাস খালে পানি ধরে রেখে সেখানে এলএলপি স্থাপন করে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এবই ধারাবাহিকতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিএডিসি'র পানিসি প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র উপজেলায় ১৬ কিলোমিঃ খাল পুন:খনন করা হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বড়ছিড়া খাল। ১২.১১০ কিলোমিঃ দীর্ঘ এই খাল অত্র উপজেলার তাহিরা ও ইটাগি ইউনিয়নের প্রায় ১২টি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান ছিল। কালের বিবর্তনে এবং ভয়ানক চলনবিলের প্রভাবে খালটি প্রায় ভরাট হয়ে যায় পরবর্তীতে বিএডিসি এইখাল পুনঃখননের উদ্যোগ নেয়। খালটি খননের ফলে এই ১২ টি গ্রামের প্রায় ১০০০০ মানুষ উপকৃত হবে। পূর্বে এই এলাকার জমিতে বর্ষার পরে পানি নিস্কাশনের অভাবে চাষ করা কঠিন ছিল। খালটি খননের পরে এই চিত্র পালটে যাবে। প্রায় ৪০০০ হেক্টর জমি জলাবদ্ধতার হাত থেকে রেহাই পাবে। আর একটি বড় সুবিধা হল বর্ষার পরে খালের পরে ছোট ছোট এলএলপি বসিয়ে শুষ্ক মৌসুমে সেচ দেয়া। এই বড়ছিড়া খালের পরে প্রায় ৩০০ টি এলএলপি বসিয়ে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে।

(বাকী অংশ ৩৫এর পাতায়)

এক্সকেভেটরের মাধ্যমে বড়ছিড়া খালের পুন:খনন কাজ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি'র সভায় সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত কুড়িগ্রামে আলু বীজ হিমাগারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ নেনওয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আতাহার আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল কদ্দুস করাজী, বিএডিসি স্টাফ কোয়ার্টার ওয়েলফেয়ার সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে আয়োজিত হয়। প্রথম পর্বে সকাল ৯.০০ টায় সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোতালেব খলিফা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি বলেন, প্রতি বছরই একটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এতে যারা সাফল্য অর্জন করবে তাদেরকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করেন। তিনি বলেন, সুস্থ দেহে সুস্থ মন থাকবে, সুস্থ মন থাকলে সুস্থ জাতি থাকবে।

দ্বিতীয় পর্বে 'যেমন খুশি তেমন সাজ' ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আতাহার আলী।

একনেকে বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা।

"ভাল বীজে ভাল ফসল"

বড়ইছড়া খাল পুনঃখননের ফলে

(০৩ এর পাতার পর)

নৌ পথের সৃষ্টি হওয়ায় নৌকা চলাচল সহ মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বড়ইছড়া খালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপকারী দিক হল, খালের পাড়ে মাটি দিয়ে রাস্তা হওয়ায় জনগণের বড় রকমের উপকার হয়েছে। কারণ বিলের মধ্যে কয়েকটি গ্রামের যাতায়াতের কোন রাস্তা ছিল না। স্কুল-কলেজে যাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। জমির ফসল বহন করা ছিল কষ্টসাধ্য। খালের পাড় দিয়ে রাস্তা হওয়ার ফলে মানুষজনের চলাচলের পথ সুগম হয়েছে, জমির ফসল খুব সহজেই বহন করে বাড়িতে বা বাজারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। মোট কথা বিএডিসি'র পানাসি প্রকল্পের এই খাল খননের ফলে কৃষকদের মুখে একটি তৃপ্তির হাসি দেখা দিয়েছে।

শোক সংবাদ

* উপপরিচালক (পাট বীজ), বিএডিসি, কুষ্টিয়া জোনের জীবননগর-১ পাটবীজ উৎপাদন কেন্দ্রের কিউরেটর জনাব মোকলেছুর রহমান গত ২৪/০২/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি, কুষ্টিয়া জোনের আওতাধীন দৌলতপুর (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিটে কর্মরত মেকানিক জনাব মোঃ নসিম উদ্দিন গত ২৩/০২/২০১৪ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ....রাজিউন)।

* যুগ্ম পরিচালক (সার) দপ্তর, পূর্ব বগুড়া, বিএডিসি, খুলনায় কর্মরত সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আব্দুর রহিম খান ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ০৯/০২/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)।

* যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), পাহাড়তলী, বিএডিসি, চট্টগ্রাম দপ্তরের সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা স্বপন অবরেশ বড়ুয়া গত ২৬/০১/২০১৪ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বগবাড়ী, বিএডিসি লক্ষীপুর জোনে কর্মরত উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়ালি উল্যাহ গত ২৪/০১/২০১৪ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি....... রাজিউন)।

* উপপরিচালক (বীধকে), কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও দপ্তরে কর্মরত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ মজিবর রহমান গত ১৯/০১/২০১৪ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি........ রাজিউন)।

পদোন্নতি

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (আলুবীজ) বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) পদে বিএডিসি, ঢাকায় পদস্থ / স্থানাপন্ন করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার) চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মতিয়র রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার) পদে বিএডিসি, ঢাকায় পদস্থ / স্থানাপন্ন করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ফেরদৌস রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্ব পালনের জন্য পদস্থ/স্থানাপন্ন করা হয়েছে।

* উপসচিব (আইন), আইন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আঃ জাব্বার গাজীকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ব্যবস্থাপক, ক্রয় বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্ব পালনের জন্য পদস্থ/স্থানাপন্ন করা হয়েছে।

বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের ঠিকানা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য 'বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প" গত ১২-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এখন থেকে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প দপ্তরের সঙ্গে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছেন

ঠিকানা :
উত্তম কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক
মোঃ তারেক মাস্টার সাহেবের মালিকানাধীন বিল্ডিং (২য় তলা)
(সদর উপজেলা পরিষদের বিপরীত পাশের গলি(৩)
পূর্ব বাবপাড়া, লালমনিরহাট।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২৯৪,১৯৫ মে. টন সার বরাদ্দ

গত দুই মাসে বিএডিসি'র জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি/২০১৪ মোট ২৯৪,১৯৫ মে. টন সার বরাদ্দ দিয়েছে। বিতরণ করা হয়েছে, ২৪৬,৬০৮ মে. টন সার। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৮৫,১২৭ মে. টন, এমওপি ১৮৫,২৮০ মে. টন, এবং ডিএপি ২৩,৭৮৮ মে. টন। ০১/০৩/২০১৪ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ২৭৩,৮১৪ মে. টন সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে

আউশ ধান বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৩-১৪ বছরে বিপণনযোগ্য আউশ ধান বীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

বীজের নাম	জাত	বীজের শ্রেণি	নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য (টাকা/কেজি)
আউশ	সকল জাত	ভিত্তি	৩২.০০ (বত্রিশ)
		প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত	৩১.০০ (একত্রিশ)

পাট বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২০১৩-১৪ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন জাত ও শ্রেণির পাট বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ।

বীজের জাত	প্যাকেটে বীজের পরিমাণ	নতুন (অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮০% ও তদূর্ধ্ব)	ক্যারিওভার (অংকুরোদগম ক্ষমতা ৭০% ও তদূর্ধ্ব)
দেশি	১০০০ গ্রাম (১ কেজি)	প্রতি কেজি = ১৪০/- (একশত চল্লিশ) টাকা	
তোষা	৭৭৫ গ্রাম	প্রতি প্যাকেট = ১১০/- (একশত দশ) টাকা প্রতি কেজি = ১৪১.৯৩ (একশত একচল্লিশ টাকা তিরানব্বই পয়সা)	প্রতি প্যাকেট = ৮০/- (আশি) টাকা প্রতি কেজি = ১০৩.২৩ (একশত তিন টাকা তেইশ পয়সা)
কেনাফ এইচ সি ৯৫ / জেআরকে ৫২৪	২০০০ গ্রাম (২ কেজি)		প্রতি কেজি = ১১৮/- (একশত আঠারো) টাকা প্রতি প্যাকেট = ২৩৬/- (দুইশত ছত্রিশ) টাকা

উৎপাদনে বিপ্লব, জ্বালানি সাশ্রয় ২০ কোটি টাকা

আশুগঞ্জ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্জ্য পানি সেচ কাজে ব্যবহার করে একদিকে কৃষি উৎপাদনে এসেছে বিপ্লব, অন্যদিকে প্রতি মৌসুমে সাশ্রয় হচ্ছে ২০ কোটি টাকার জ্বালানি। বিএডিসি কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটিকে ব্যতিক্রমী জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রকল্প ও প্রকল্পভুক্ত কৃষকরা নিজেদের জন্য আশীর্বাদ মনে করছেন।

আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন ঠান্ডা রাখতে মেঘনা নদী থেকে প্রতি সেকেন্ডে যে ২০০ ঘনমিটার পানি উঠানো হয় তা ব্যবহারের পর বর্জ্য হিসেবে অন্য একটি আউটলেট চ্যানেল দিয়ে আবার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। পানিতে কোন রাসায়নিক উপাদান মেশানো হয় না বলে পানি থাকে একেবারেই বিশুদ্ধ। এলাকার কিছু ব্যক্তি এবং কৃষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভেতরে একটি হেড রেগুলেটর নির্মাণের মাধ্যমে এ বর্জ্য পানির গতি আংশিক পরিবর্তন করে পাশের জমিতে সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়। উৎপাদনে ব্যাপক সফলতা এলে বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগেরও দৃষ্টিগোচর হয়। পরে ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে সরকার বিএডিসির আওতায় 'আশুগঞ্জ সবুজ প্রকল্প' নামে একটি সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে। একই সময় নরসিংদীর পলাশ উপজেলায়ও অনুরূপ একটি প্রকল্প গড়ে ওঠে। ১৯৯০-৯৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুটি প্রকল্পকে একত্র করা হয় 'আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প' নামে। প্রকল্পটির চতুর্থ পর্যায়ের মেয়াদ চলতি বছরের জুন মাসে শেষ হবে।

বিএডিসি সূত্র জানায়, চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে প্রায় ৫৫ হাজার একর জমিতে সেচ এবং এ থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৬ হাজার টন ধান। অথচ প্রকল্প চালু হওয়ার আগে এ জমি থেকে সর্বোচ্চ ৩০-৪০ টন ধান উৎপাদন করা সম্ভব হতো। তাছাড়া এ প্রকল্পে সেচ খরচ পড়ে অর্ধেকের কম। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতি মৌসুমে জ্বালানি সাশ্রয় হয় ২০ কোটি টাকারও বেশি। প্রকল্প মেয়াদ ও প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণের দাবি জানিয়েছেন সুবিধাভোগী চাষি ও জনপ্রতিনিধিরা। প্রকল্প আওতার সুবিধাভোগী কৃষক শরীফপুরের রইছ উদ্দিন, আড়াইসিধার ইউনুস, সরাইলের কাইজুরসহ অনেকে জানান, প্রকল্পটি আমাদের জন্য আল্লাহর দান। আশুগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো: আবিদুর রহমান বলেন, বর্তমানে বর্জ্য পানির মাত্র ২০ ভাগ সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়। ৫০ ভাগ পানি ব্যবহার করা হলে গোটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সেচের সুবিধায় আনা সম্ভব।

বিএডিসির উপ পরিচালক (সেচ) আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো: শাহাব উদ্দিন তালুকদার বলেন, দেশের কোথাও এত কম খরচে সেচের সুবিধা নেই। প্রকল্পের পরবর্তী প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

সংকলিত : দৈনিক সমকাল
২৭/০১/২০১৪

সাঘাটায় বিএডিসি'র উন্নত বীজে আলুর বাম্পার ফলন

গাইবান্ধার সাঘাটায় চলতি মৌসুমে গোলআলুর বাম্পার ফলন হয়েছে। বিভিন্ন এলাকা জুড়ে এখন আলুর ক্ষেতে সবুজের সমারোহ।

উপজেলা কৃষি অফিস জানায়, চলতি মৌসুমে এ উপজেলার ১০ ইউনিয়নে ৪শ' হেক্টর জমিতে গোলআলুর চাষ করা হয়েছে। কৃষকেরা যেসব জাতের আলুর চাষ করছে তার মধ্যে রয়েছে কার্ডিনাল, অ্যাস্টেরিক্স এবং গ্রানুলা। বিএডিসি'র সরবরাহকৃত উন্নত জাতের বীজ কিনে কৃষকরা আলু আবাদ করায় ক্ষেত ও ফলন উভয় ভালো হয়েছে। তাছাড়া আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আলুর বাম্পার ফলন আশা করছে কৃষকরা।

সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে মাঠে এখন আলুর ক্ষেতে সবুজের সমারোহ। উপজেলার কচুয়া ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামের আলু চাষি জাহাঙ্গির আলম, সাখোয়াত হোসেন, চন্দনপাট গ্রামের শহিদুল ইসলাম, পাঠানপাড়া গ্রামের অমর অর্জি প্রধান, রামনগর গ্রামের ছায়দার রহমান এবং বাটি গ্রামের মাহফুজার রহমান মকবুলসহ আলু চাষিরা জানান, 'এবার তারা আগাম জাতের রোপা আমন ধান কাটার পর সেই জমিতে গোলআলুর আবাদ করেছে। আবহাওয়ার অনুকূল, উন্নত বীজ কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় গোলআলুর চাষে কৃষকরা উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং আবাদও করেছে বেশি জমিতে। নিয়মিত ক্ষেত পরিচর্যায় আলুর বাম্পার ফলন ও লাভবান হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। কৃষকরা আরও জানান, কার্তিক মাসের শুরুতেই তারা আলুর চাষ শুরু করেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই জমি থেকে আলু উত্তোলন শুরু করবে। রোপা আমন আর বোরো চাষের মাঝে মাত্র অল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে আলুর আবাদ করে কৃষকেরা লাভবান হচ্ছেন। আবহাওয়া কোন রূপ পরিবর্তন না হলে বিঘাপ্রতি জমিতে আলুর উৎপাদন ৬০-৭০ মণ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সাঘাটা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এসএম ফায়সুদ্দিন ফিরোজ জানান, চলতি মৌসুমে কৃষকদের আলু চাষে উদ্বুদ্ধ করায় এবার কৃষকরা বেশি জমিতে আলুর আবাদ করছে। সবচেয়ে বেশি জমিতে আবাদ করা হয়েছে কচুয়া ইউনিয়নে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার গোল আলুর উৎপাদনে বাম্পার ফলনের আশা করা হচ্ছে। আরও বলেন এ উপজেলায় আলুর সংরক্ষণের সুযোগ থাকলে কৃষকরা আরও অধিক জমিতে আলুর চাষাবাদ করতে আগ্রহী হয়ে উঠত।

সংকলিত : দৈনিক সংবাদ
২৩/০১/২০১৪

দশমিনা বীজ উৎপাদন খামার লবণসহিষ্ণু বীজ বদলে দেবে দক্ষিণ

আমরা আমন ধান চাষ করি। অন্য ফসলে আগ্রহ নাই। বীজও পাই না। আমরা ধারণাও করতে পারি নাই, এই জমিগুলো বহুফসলি। খামার হওয়ার পর আমাদের ধারণা পাল্টে গেছে। এখন আর জমি সাত মাস অনাবাদে পড়ে থাকবে না। কথাগুলো বলছিলেন পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কৃষক ইমাম হোসেন সরদার। এই কৃষক বলছিলেন দশমিনা বীজ উৎপাদন খামারের কথা

দশমিনা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব কোণে বাঁশবাড়িয়া লঞ্চঘাট। ঐ লঞ্চঘাট থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ১৪ থেকে ১৬ মিনিট ব্যবধানে তেঁতুলিয়া নদী পার হয়ে বীজ উৎপাদন খামারটির অবস্থান। সম্প্রতি সেই খামারে গিয়ে দেখা গেল, চারপাশে গাঢ় সবুজ শস্যক্ষেত মাঠের পর মাঠে ধান, গম, পাট, আলু, কাগিজিরা, তিল, কেলন, খেসারি, মুসর ও মুগ চাষ হচ্ছে। কোথাওবা ভুট্টা, টমা কাউন, সূর্যমুখী ও সরিষার ক্ষেত। কৃষকদের কেউও নিড়ানি, কেউ সেচ, আবার কেউ মাড়াইকাজে ব্যস্ত।

খামারের কর্মকর্তারা জানালেন, এলাকার কৃষকরা শস্য বলতে শুধু ধানকে বোঝে। কিন্তু কর্মকর্তারা এটা বদলে দিতে চাচ্ছেন। কৃষক স্বপ্ন দেখবে, সূর্যমুখী ফুল। সূর্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হাসবে তা, যা থেকে উৎপাদন হবে তেল। বালু চরে থাকবে সারি সারি ভুট্টা গাছ। সেখানে ঝুলবে থোকায় থোকায় ভুট্টা। যে মাটিতে পাট আবাদ ছিল অকল্পনীয়, সেখানে উৎপাদন হবে সোনালি আঁশ। হবে গম, আলু। সবই হবে লবণসহিষ্ণু বীজে।

খামার সূত্র জানায়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) বীজ উৎপাদন খামারটি তৈরির উদ্যোগ নেয়। এ জন্য দশমিনা উপজেলার চর বাঁশবাড়িয়া ও চর বোতামে ১০৪৪ দশমিক ৪৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ২০১২ সালের ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ খামারের উদ্বোধন করেন। ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হয় বীজ উৎপাদন খামারের কার্যক্রম। এতে অর্থের যোগান দিচ্ছে যৌথভাবে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। গত আমন মৌসুমে খামারে প্রায় ১৫ জাতের ধান আবাদ করা হয়। উৎপাদন হয় প্রায় ৩০০ মেট্রিক টন ধানবীজ।

সূত্র আরও জানায়, স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে সহনশীল ও বাম্পার ফলনের প্রত্যাশায় আফ্রিকান জাত নেরিকা ১, নেরিকা ১০ ও মিউট্যান্ট প্রজাতির ধান বীজের চাষ হচ্ছে। খামারে উৎপাদিত বীজ এ বছর থেকে দক্ষিণাঞ্চলের ছয় জেলার কৃষকদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত সুগন্ধি কালিজিরা ও বাঁশফুল বালাম বীজ পৌঁছে দেওয়া হবে সারা দেশে। খামারের কর্মকর্তারা জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের নদ-নদীসহ ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। তাই ধান চাষ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য ব্রি ধান ৪৭, বিনা ধান ১০, বিনা ধান ৭, ও ব্রি ধান ৫৩ আবাদ হচ্ছে। এসব জাত থেকে উৎপাদন হচ্ছে বিপুল পরিমাণ লবণসহিষ্ণু ধানবীজ। এ ছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের আবহাওয়ায় যেসব ফসল উৎপাদন কৃষকের জন্য লাভজনক হবে গবেষণার মাধ্যমে সেসব বীজ উৎপাদন করা হবে এ ব্যাপারে দশমিনা বীজ উৎপাদন খামারের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান জানান, এখানে উৎপাদিত ধানের ফলন যেমন ভালো তেমন বীজের গুণগত মানও সন্তোষজনক। এখানে উৎপাদিত ধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, খরা, বন্যা ও লবণসহিষ্ণু। বিএডিসির সদস্য পরিচালক মো: নুরুজ্জামান জানান, উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খামার কাজ করছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম জানান, দশমিনার খামার থেকে এ অঞ্চলের কৃষকদের নতুন নতুন জাতের ধানবীজ ও প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া হবে। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ উপকূলে লবণসহিষ্ণু ধানসহ অন্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে দশমিনায় এই বীজ উৎপাদন খামার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটাতে দশমিনা খামার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

সংকলিত : দৈনিক কালের কণ্ঠ
০৫/০২/২০১৪

অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হলো যাদেরকে

বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে।

জনাব দেবদাস সাহা: উপপরিচালক, গোকুলনগর খামার, বিএডিসি, ঝিনাইদহ, তিনি খামারে ৭২ একর জমিতে SL-8H জাতের গোল্ডেন হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। এছাড়া তিনি করিঘাটা খামারের পতিত ৪০ একর জমি চাষের আওতায় এনেছেন এবং নেরিকা, পুষ্টিমান ও নেরিকা এ-লাইন (মিউট্যান্ট অব নেরিকা) ধানসহ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে সম্পাদন করায় তাকে সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

উপপরিচালক জনাব দেবদাস সাহাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

জনাব মোঃ জামাল ফারুক: সহকারী প্রকৌশলী, (ক্ষুদ্রসেচ/প্যাব) জোন, বিএডিসি, যশোর। তিনি ভূপরিস্থ সেচ কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গভীর নলকূপের ন্যায় ৫ কিউসেক এল.এল.পি দিয়ে ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ব্যারিড পাইপের মাধ্যমে নদী/ হাওড়ের পানি পাম্পের সাহায্যে সেকেন্ডে ১৪২ লিটার পানি সরবরাহ সম্ভব হয়েছে। উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ফসলি জমির অপচয় রোধ, পানির অপচয় রোধ, আর্থিক সাশ্রয়, স্বল্প সময়ে অধিক জমিতে সেচকার্য, কমক্ষমশক্তির ব্যবহার প্রভৃতি সফলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার জন্য সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) মোঃ জামাল ফারুককে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

জনাব এম এম কায়ছার এ মণ্ডল: সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা। তিনি একজন কর্মঠ নিষ্ঠাবান ও দক্ষ সহকারী অর্থ কর্মকর্তা। তিনি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছর হতে প্রকল্প, কর্মসূচি ও অনুন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি ও খরচের বিবরণী হালনাগাদ পূর্বক প্রতিবেদন প্রনয়ন করেছেন। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে অর্থ বিভাগের ভাউচারসমূহ পাশ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। তিনি সংস্থার উন্নয়ন অনুন্নয়ন ও অন্যান্য জিওবি খাতের কিস্তিওয়ারি অর্থ অবমুক্তি ব্যয়ের প্রতিবেদন Excel Sheet এ দক্ষতার সাথে প্রস্তুত করে থাকেন। তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার জন্য সম্মাননা হিসেবে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী অর্থ কর্মকর্তা জনাব এম এম কায়ছার এ মণ্ডলকে সনদপত্র প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সংস্থাপন বিভাগ) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে সনদপত্র প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম: সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা। তিনি ২১ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখ হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বকেয়া/পেন্ডিং পেনশন (আনুতোষিক) কেস দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে তড়িৎ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার দায়িত্বকালীন সময়ে ৩৫৭ টি বকেয়া পেনশন কেস নিষ্পত্তি হয়েছে (০৭ মার্চ ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত) সরকারি নিয়ম মতে ১৬ টি বা তদূর্ধ্ব সংখ্যা বকেয়া /পেন্ডিং পেনশন কেস নিষ্পত্তি করলে ১০০% প্রনোদনা ভাতা প্রদানের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু তিনি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা না হওয়ার কারণে উক্ত সুবিধা পাননি। উল্লেখ্য প্রায় একই সময়ে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মাসিক সমন্বয় সভার নথির যাবতীয় কাজও যথাসময়ে নিষ্ঠা আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেন। এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সম্মাননা হিসেবে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা হলো যাদেরকে

জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি: সহকারী মেকানিক, নড়াইল ক্ষুদ্রসেচ ইউনিটের বিপরীতে যশোর ক্ষুদ্রসেচ/প্যাব জোনে প্রেষণে কর্মরত। তিনি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে দেশব্যাপী পরিচিত আর্সেনিক ও আয়রণমুক্তকরন ফিল্টার উদ্ভাবন। পানি পরিশোধকে অভাবনীয় সফলতা অর্জন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ। ল্যাবরেটরীতে নিখুঁতভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার কাজ সম্পাদনে পারদর্শী। নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্র জনকল্যানকর যা বিএডিসি'র গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়ক। তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার জন্য সম্মাননা হিসাবে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ ফজলে রাব্বিকে সনদপত্র প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

মধুপুর বীজ উৎপাদন খামারের পীচক জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান খানকে সনদপত্র প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান খান : পীচক/কেয়ারটেকার, মধুপুর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, টাঙ্গাইল। তিনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ কর্মচারী এবং তার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে তিনি সফল তার এ প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য তাকে ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) সম্মাননা ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব এ কে শামসুজ্জামান ও সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন এর সাথে সম্মাননা প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

পার্বত্য জেলায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম

(১১ এর পাতার পর)

বাঁধগুলোর নির্মাণ দ্রুত এগিয়ে চলছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদকাল শেষ হবে। পার্বত্য জেলা ঘুরে কোথাও কোথাও বেশ বড় রকমের অনাবাদি সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলায় অনেক সমতলভূমি আছে যেখানে পানির অভাবে এ সব সমতল ভূমিতে চাষাবাদ হচ্ছে না। খাগড়াছড়িতে বিএডিসির অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার পর্যবেক্ষণ করে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে পানির স্তরের গভীরতা ১০.৫ মিটার পাওয়া গেল। এ সব জায়গায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করার সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারি মাসে কোন কোন এলাকায় পাহাড়ের মাঝদিয়ে পানি প্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে। এসব জায়গায় রাবার ড্যাম প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। পার্বত্য জেলায় সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের জন্য বড় আকারের সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে এ এলাকার কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী মানুষের ভাগ্য বদলে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পার্বত্য জেলায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম

প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (মিও), বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা।

যদি প্রশ্ন করা হয় বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কোন অফিসভবন সামনের অংশ তিন তলা কিন্তু পিছনের অংশ চার তলা বিশিষ্ট? জানা না থাকলে অবাক হবেন নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, আমি রাঙ্গামাটি প্রকল্প দপ্তর ও নির্বাহী প্রকৌশলী'র দপ্তরের কথা বলছি এ কথাটি আমি ঐ দপ্তরের পরিচয় দেয়া বা অবাক করার জন্য বলছি না। এটি বলছি ঐ এলাকার ভূমির বন্ধুরতার চিত্র সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেয়ার জন্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পার্বত্য জেলাগুলোর অবস্থান উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা নিয়ে মূল পার্বত্য জেলা গঠিত যদিও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায়ও পাহাড়ি এলাকা রয়েছে। পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার, যার ৬৬% পাহাড়ি অঞ্চল এবং মাত্র ৫% সমতল ভূমি। নয়নাভিরাম পার্বত্য জেলাগুলোর নান্দনিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পর্যটক ও সৌন্দর্য প্রেমিদের। পাহাড়ের গাঁ বেয়ে আঁকাবাঁকা ও উঁচু-নিচু রাস্তা মনে করিয়ে দেয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ' গানটি। ছোট-বড় শত শত টিলায় ভরা পার্বত্য অঞ্চল। পাহাড়ি বিভিন্ন উপজাতি যেমনঃ মার্মা, চাকমা, ত্রিপুরা, বোম, ইত্যাদি এবং বাঙ্গালির একসঙ্গে বসবাস এ জেলাগুলোতে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর অথচ অনগ্রসর এ অঞ্চলের মানুষ এখনো পায়নি বর্তমান বিশ্বের এমনকি বাংলাদেশের অন্য এলাকাগুলোর মত আধুনিকতার ছোঁয়া।

এখানে সমতল আবাদযোগ্য এলাকা খুবই কম। দুটি পাহাড়ের মাঝখানে কোথাও কিছু কিছু এলাকা সমতল ভূমি হিসেবে দেখা যায়। স্থানভেদে এর পরিমাণ ৩০ থেকে ৬০ একর। বর্ষাকালে এখানে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় পাহাড়ের গাঁ বেয়ে নেমে আসা বৃষ্টির পানি। শুষ্ক মৌসুমে আবার শুকিয়ে যায় এমন এলাকা। এলাকার অধিবাসিদের এক সময় জুমচাষই ছিল সামান্য ফসল উৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন। বিএডিসি পাহাড়ের গাঁ বেয়ে নেমে আসা বৃষ্টি ও ঝরণার পানি আটকিয়ে রেখে দু'পাহাড়ের মাঝখানের সামান্য সমতল ভূমিকে চাষের আওতায় এনে এলাকার জনমনে স্বস্তি ও শান্তি এনে দিয়েছে।

বর্তমানে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় চলছে পানি আটকিয়ে সেচ দেয়ার জন্য ঝিরিবাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ঝিরিবাঁধ মূলত মাটির তৈরি বাঁধ। দুটি পাহাড়ের মাঝখানে এ বাঁধের স্থান নির্বাচন করা হয়। স্থানভেদে ৩০ থেকে ৬০ ফিট বা তারো অধিক দীর্ঘ এমন বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বাঁধের উপরিভাগের প্রস্থ ১০ ফিট এবং উচ্চতা ৫-১০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাটির ধরণের ওপর ভিত্তি করে বাঁধের ঢাল নির্ধারণ করা হয় এবং উচ্চতার সাথে ঢালের সমানুপাতে তলদেশের প্রস্থ নির্ধারিত হয়। বাঁধের তলদেশে ৬ ইঞ্চি ডায়া মিটারের ২টি ইউপিভিসি পাইপ বাঁধের উভয় পার্শ্ব পর্যন্ত স্থাপন করা হয়। বাঁধের মাধ্যমে আটকিয়ে রাখা পানি দ্বারা এডিবিটি জেনারেটর মাধ্যমে এ দুটি পাইপের মধ্য দিয়ে পানি ডাউনস্ট্রিমের পতিত জমিতে

বিএডিসি'র পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ী ঝিরিবাঁধ

সরবরাহ করা হয়। এ পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাইপের ডেলিভারী সাইডে গেইট ভাল্ব লাগানো থাকে অতিরিক্ত পানির চাপে যাতে বাঁধ ভেঙ্গে যেতে না পারে সে জন্য বাঁধের এক পার্শ্বে একটি স্পিলওয়ে নির্মাণ করা হয়। স্পিলওয়ে সাধারণত ২ মিটার প্রস্থ, ৫ ফিট উচ্চতার হয়ে থাকে, যা আরসিসি দ্বারা নির্মাণ করা হয়। বাঁধের প্রস্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্পিলওয়ের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে স্পিলওয়ের তলদেশের উপর পর্যন্ত উঠে এলে বিনা বাধায় তা স্পিলওয়ের ভিতর দিয়ে ডাউনস্ট্রিমে চলে যেতে পারে। ফলে বাঁধ উপচিয়ে যাওয়া বা বাঁধের উপর পর্যন্ত পানি উঠার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বাঁধের ঢালে টার্ফিং করা হয় যাতে বৃষ্টি বা বন্যায় বাঁধের কোন ক্ষতি না হয়। বাঁধগুলো মাটির তৈরি হওয়ায় মাটি আটকিয়ে রাখার জন্য আপ এবং ডাউনস্ট্রিমে ১.৫ ফিট দূরে দূরে শক্ত কাঠের বল্লা পাইলিং করা হয়। উভয় পার্শ্বে দুই সারি বল্লা পাইলিং এর সাথে স্লাম শীটের প্যালাসাইডিং করা হয়। বাহিরের সাইডের প্রতিটি বল্লা পাইলিং এর দৈর্ঘ্য ১২ ফিট যার ৮ ফিট ড্রাইভিং করা হয় এবং ৪ ফিট উপরে থাকে। ভিতরের সাইডের প্রতিটি বল্লা পাইলিং এর দৈর্ঘ্য ১৫ ফিট যার ১০ ফিট ড্রাইভিং করা হয় এবং ৫ ফিট উপরে থাকে। ঝিরিবাঁধের মাধ্যমে পানি আটকিয়ে কৃষক বোরো চাষ করতে পারে এসব জমিতে বোরো ও রোপা আমন চাষ করা হয়। রোপা আমনে খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচ দানে এ সব বাঁধ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কোন কোন জায়গায় বাঁধের উপরে পেঁপে বা অন্যান্য সবজি জাতীয় ফসলেরও চাষ করা হয়। বাঁধের মাধ্যমে আটকানো পানিতে মৎস্য চাষের বিরাট সুযোগ তৈরি হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পে মোট ৫০ টি ঝিরিবাঁধ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে এবং চলতি অর্থ বছরে ২৫টি বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে।

(বাকী অংশ ১০ এর পাতায়)

আইডিবি সহায়তাপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে নকলা, শেরপুরে বীজ আলু উৎপাদন বিষয়ক চুক্তিবদ্ধ চাষী প্রশিক্ষণ

কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক মাবীসবৃ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা

কারিগরী দিক থেকে বিবেচনা করলে বীজ আলু উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি যত্ন নেবার প্রয়োজন পড়ে। বীজ আলু উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সমস্যা রোগ পোকার আক্রমণ। সারা বিশ্বে আলুর প্রায় ২০০ ধরণের রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে ৫৪ ধরণের রোগ এবং শারীরিক বৈকল্য লক্ষ করা গেছে। এ সকল রোগ ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, কৃমি, মাইক্রোপ্লাজমা জাতীয় প্রাণীকুল আক্রমণে ঘটে থাকে। আবার খাদ্যাভাব, খাদ্যাধিক্য এবং বিরূপ পরিবেশের কারণেও আলুর নানাবিধ বৈকল্য হয়। বীজ আলু উৎপাদনে এ সমস্ত রোগ এবং খাদ্য ও পরিবেশের বিরূপতা থেকে বীজ আলুর গাছ এবং বীজ আলুকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হয়। তাই বীজ আলু উৎপাদনে বেশি যত্নের প্রয়োজন পড়ে। এ সমস্ত যত্ন নেবার নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে। সঠিক সময়ে বীজ বগণ বীজ আলু উৎপাদনের একটি বিশেষ কার্যক্রম। জাব পোকা ভাইরাস রোগ ছড়ায়। তাই জাব পোকা দমন একটি অবশ্য করণীয় কাজ। ঘন কুয়াশা দীর্ঘ স্থায়ী হলে নাবীধ্বসা রোগের আক্রমণ হতে পারে। এরূপ অনেক কাজ আছে যা সঠিক পদ্ধতিতে এবং সঠিক সময়ে না করলে বীজ আলু উৎপাদন সম্ভব হয় না।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন মাবীসবৃ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম

বীজ আলু উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ চাষীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে বীজ আলু উৎপাদন করে থাকেন। তাই চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করার দরকার। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে উন্নতমানের বীজ আলু উৎপাদনের কর্মসূচি আছে এবং প্রকল্পে চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার সংস্থান আছে।

গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৩ ইং তারিখে বীজ আলু হিমাগার প্রাঙ্গন, নকলা, শেরপুরে বীজ আলু উৎপাদন জোনের ৫০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষীকে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে বীজ আলু রোপণের ওপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাঠকাটা মৌজার চন্দ্রকোনা আলু বীজ খামে ৮০ একর জমির আলু বীজ মাঠ পরিদর্শন করা হয় চাষীদের নিয়ে। প্রশিক্ষণ কক্ষে চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে বীজ আলুর বিভিন্ন জাতের ছবিসহ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়। বীজ আলু উৎপাদনে রোগ পোকার আক্রমণ ও দমনের ওপর ছবিসহ বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়। বীজ উৎপাদনকালে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের করণীয় কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। পরে চুক্তিবদ্ধ চাষীবৃন্দ নব নির্মিত নকলা আলু বীজ হিমাগার পরিদর্শন করেন।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বীজ আলু উৎপাদনে করণীয় বিষয়ে যত্নবান হবার পরামর্শ দেন। এছাড়াও ড. রেজাউল করিম, উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ), উপপরিচালক (টিউবার ক্রপস), জামালপুর, শেরপুর, মালতী হিমাগার ও টাঙ্গাইল এবং উপজেলা কৃষি

দেশে বীজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

বীজের চাহিদা নিরূপণ একটি দেশের কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনীতিতে চাহিদার সাথে পণ্যের সরবরাহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চাহিদা বেশি কিন্তু পণ্যের সরবরাহ কম হলে যেমন সংকট সৃষ্টি হয় তেমনি চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ বেশি হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে। কৃষি পণ্যের মধ্যে বীজ অন্যান্য অকৃষিজ পণ্য থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একে অন্যান্য পণ্যের মত অবিক্রিত অবস্থায় দীর্ঘদিন গুদামজাত করে রাখা যায় না। ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বীজই একমাত্র জীবন্ত উপকরণ (Living input) যাকে একটি মানব শিশুর সংগে তুলনা করা যায়। পরবর্তী ফসল মৌসুম পর্যন্ত একে লালন-পালন করতে হয়। সাধারণত ফসলভেদে বীজকে সর্বাধিক দু'বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে অন্যথায় সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির সাথে সাথে বীজের গুনগতমান(Quality) হ্রাস পেতে থাকে। সাধারণত প্রত্যেক বছরের মোট ফসলী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে বীজ হার (Seed Rate) দিয়ে গুণ করে ওই বছরের বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা (Agronomic Requirement) নিরূপণ করা হয়। আর যদি এই ফসলী জমির পরিসংখ্যানগত তথ্য সঠিক না হয় তবে বীজের চাহিদা নিরূপণও যে সঠিক হবে না তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (Department of Agricultural Extention) ফসলী জমির বার্ষিক পরিসংখ্যান তৈরি করে থাকে। প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে মাঝেমাঝে তথ্যগত গরমিল লক্ষ্য করা যায় যা বীজের চাহিদা নিরূপণে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সঠিকভাবে বীজের চাহিদা নিরূপণে ব্যর্থ হলে বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা কৃষককে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদন হয় ব্যাহত। বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা নিরূপণের সাথে সাথে বাজারজাতযোগ্য (Marketable) বীজের চাহিদা অবশ্যই নিরূপণ করতে হবে।

সরকারিভাবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং প্রায় তিন শতাধিক Seed Compan ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিপণন এবং আমদানির সংগে জড়িত। বিএডিসি ছাড়া অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানই বাণিজ্যিকভাবে বীজ ব্যবসার সাথে জড়িত। দেখা যায় যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানের বীজ অনেক সময় অবিক্রিত (Unsold) থেকে যায়, ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়। সাম্প্রতিক দু'এক বছরে বিএডিসিরও কিছু বীজ অবিক্রিত থাকার কারণে অবীজ (Non-Seed) হিসেবে বিক্রয় করতে হয়েছে। আবার অনেক সময় অত্যাধিক চাহিদার কারণে বীজ সরবরাহ করতে না পারায় ওই সকল প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন অধিক লাভ থেকে হয় বঞ্চিত অন্যদিকে পরিমাণমত ভাল বীজ না পেয়ে কৃষি উৎপাদন হয় ক্ষতিগ্রস্ত, অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয় ব্যাহত। তাই সঠিকভাবে বীজের চাহিদা নিরূপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে এদেশে ভাল বীজের ব্যাপক চাহিদা থাকার পরও বীজ অবিক্রিত থাকা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। বীজের ব্যাপক চাহিদা থাকার পরও বীজ অবিক্রিত থাকলে কারণগুলো খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তবে এটি অনস্বীকার্য যে সরকারের উদার বীজ নীতির কারণে পূর্বের তুলনায় ভাল বীজ সরবরাহ ও ব্যবহারের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে যেমন বিএডিসির মাধ্যমে বীজ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বীজ কোম্পানী অনুমোদনের মাধ্যমে বীজ সরবরাহের পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, দেশে আউশ, আমন ও বোরো ধানের জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৯.০, ৪০.১৫ এবং ৪৭.৩৫ লক্ষ হেক্টর এবং একই জমির বিপরীতে উক্ত ধান বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা যথাক্রমে ০.২২, ১.০৫ এবং ১.১৩ লক্ষ মে. টন, সে হিসেবে বিএডিসি ২০১২-১৩ সালের মোট আউশ ধান বীজের চাহিদার ১১.৫% (২৫৯৬ মে.টন), আমন ধান বীজের ২১.৬% (২১৬৭১ মে.টন) ও বোরো ধান বীজের ৬৬.৯% (৬০৮৫২ মে.টন) সরবরাহ করেছে।

(বাকী অংশ ১৪ এর পাতায়)

দেশে বীজের প্রকৃত চাহিদা নিরুপনের প্রয়োজনীয়তা

(১৩ পাতা এর পর)

উক্ত প্রতিবেদন থেকে এও জানা যায় যে, বিএডিসি বীজের মোট চাহিদার ৩৩.৫% গম বীজ, ৩.৪% আলু বীজ, ২.২% ভুট্টা বীজ, ১৫.৪% ডাল ও তৈল বীজ, ১৭.৮% পাট বীজ, ৪.৪% সবজি বীজ ও ০.১% মসলাজাতীয় বীজ সরবরাহ করেছে ২০১১ সালে "সার্ক কৃষি কেন্দ্র" থেকে প্রকাশিত Quality Seed in SAARC Countries শীর্ষক পুস্তক থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে দেশের মোট বীজের চাহিদার ১৮% সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা হচ্ছে এবং বাকী ৮২% পূরণ করা হচ্ছে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত বীজ থেকে যা গুণগতমানসম্পন্ন নয়। কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত এ বীজের পরিমাণ কতটুকু তথ্যভিত্তিক তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ক্রমান্বয়ে আবাদি জমি ১.০% হারে কমে যাচ্ছে, এ তথ্য সঠিক হলে বীজের কৃষিতাত্ত্বিক চাহিদা তো কম হওয়ার কথা, সে হিসেবে কৃষকের সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ কমে যাবে এবং আনুপাতিকহারে প্রতিষ্ঠানিক বীজের পরিমাণ অবশ্যই বেড়ে যাবে, কারণ আবাদি জমি, সরবরাহকৃত প্রতিষ্ঠানিক বীজ ও কৃষকের সংরক্ষিত বীজ এর পরিমাণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বীজ কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত এবং বাজারজাতকৃত বীজের তথ্য-উপাত্ত (Data) নিয়ে বিভ্রান্তির রয়েছে। ব্যবসায়িক নীতির কারণে হয়ত তারা সঠিক তথ্য প্রকাশে অনিচ্ছুক।

সাম্প্রতিককালে এলাকা বিশেষ ফসলের চাষ পদ্ধতিতে (Cropping Pattern) কিছুটা পরিবর্তন আসায় নিট ফসলী জমির (Net Cropped Area) পরিমাণ হ্রাস পেলেও মোট ফসলি জমির (Total Cropped Area) পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস ২০১০ অনুযায়ী ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ সালে নিট ফসলী জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৭৮.০, ৭৭.৬৮ এবং ৭৯.৪৩ লক্ষ হেক্টর হলেও একই বছরে মোট ফসলি জমির পরিমাণ যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৭.৩৪, ১৩৮.৭৮ ও ১৪৪.১৯ লক্ষ হেক্টরে এবং বিবিএস ২০১২ অনুযায়ী দেশের মোট ফসলি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১৪৯.৫০ লক্ষ হেক্টরে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কৃষি জমি হ্রাসের পরিমাণ মাত্র ০.২৪%, ওই প্রতিবেদনে এও উল্লেখ আছে যে, ১.০% হারে কৃষি জমি হ্রাসের বহুল প্রচারিত তথ্যটি সঠিক নয় (NFPCSP/FAO Research Report, ঢাকা-২০১৩)। এমতাবস্থায় বীজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে এ চাহিদা নিরূপণ হতে হবে দীর্ঘমেয়াদী (Long Term) ও স্বল্পমেয়াদী (Short Term) সময়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী সময়ের জন্য বীজের সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীকে সাধারণত এক বছর পূর্বে বীজের চাহিদার পূর্বাভাস করতে (Demand Forecast) হবে। চাহিদার পূর্বাভাস এর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীকে বীজ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি (Factors) হচ্ছে আবহাওয়াগত পরিবর্তন, কৃষিপণ্যের বাজারদর, পূর্ববর্তী বছরে ফসলের ফলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যান্য কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, কৃষকের সচ্ছলতা, বীজের প্রতিস্থাপন হার (Seed Replacement Rate) ইত্যাদি বহুরওয়ারী বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও আমদানীর ক্ষেত্রে বীজ উৎপাদনকারী ও বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি কাঠামোর মধ্যে আনা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং বীজ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নিতে পারে।

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

ঋখ-৮ ঐ বোরো হাইব্রিড বীজ প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে আইডিবি সহায়তাপুষ্ট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে নকলা, শেরপুরে বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ

হাইব্রিড প্রযুক্তি ফসলের ফলন ও গুনাগুণ বৃদ্ধির একটি অন্যতম প্রধান উপায়। হাইব্রিড ধান বীজের ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে চীনে ধানের ফলন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ভিয়েতনাম এবং ভারতেও হাইব্রিডের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে হাইব্রিড ধানের চাষ আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) হাইব্রিড ধান বীজ সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ধানের SL-8H হাইব্রিড বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বোরো মৌসুমে চাষের জন্য SL-8 H ধানের একটি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড। গাছের পাতা খাড়া ও চওড়া পাতা ও কাণ্ড সবুজ এবং ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে। কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়ে না। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের উপযোগী সব জমিতে এ ধান চাষ করা যায়। চাউল সাদা, মাঝারী সরু, ঝরঝরে ভাত সুস্বাদু। রোপনকাল অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস। বপন থেকে পাকা পর্যন্ত সময় লাগে ১৩৫-১৩৫ দিন। একর প্রতি ফলন ৪০৫০ কেজি থেকে ৪৮৫০ কেজি অর্থাৎ হেক্টরে দশ থেকে সাড়ে দশ টন।

বিএডিসির বীজ ডিলারবৃন্দ বীজ বিক্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। SL-8 H হাইব্রিড বীজ প্রবর্ধনের জন্য এবং বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শেরপুর জেলার ৫০ জন বীজ ডিলার/চাষীদের এক দিনের একটি প্রশিক্ষণ নকলা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, শেরপুরে গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে SL-8 H হাইব্রিড ধান বীজের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। সে সাথে প্রশিক্ষণে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সরকারের বীজ বিধি বিধান অনুযায়ী বীজ ডিলারের সংজ্ঞা, ডিলারের দায়িত্ব, দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বীজ আইন মোতাবেক শাস্তি বিষয় ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় এছাড়া বিএডিসি কর্তৃক যে সমস্ত ধান বীজ বিক্রয় করা হয় তার ছবি সহ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়। অবশ্য বোরো মৌসুমে বীজ ডিলারদের মাধ্যমে যে সমস্ত বীজ বিক্রয় করা হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরে বীজ

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণের উপপরিচালক, শেরপুর শ্রী প্রভাষ চন্দ্র ঘোষ

ডিলারবৃন্দ ধান বীজ গজানোর ক্ষমতা পরীক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন। উক্ত আলোচনা পর্বে বীজ ডিলারবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মান নিরূপণের জন্য সারাদিনের প্রশিক্ষণের ওপর ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে বীজ ডিলারবৃন্দের পরীক্ষা নেয়া হয়।

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে ঢাকা অঞ্চলের যুগ্ম-পরিচালক (বীজ বিপণন) এর ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি তার ভাষণে SL-8H হাইব্রিড বীজের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন এবং বীজ ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

জনাব মোঃ আবু তালেব, যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, উপ-পরিচালক সম্প্রসারণ বিভাগ, শেরপুর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নকলা, নালিতাবাড়ী ও শেরপুর, বিএডিসি ঢাকা জোনের উপ-পরিচালক (বীজ বিপণন) এবং শেরপুর জেলার সিঃ সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন), সিঃ সহকারী পরিচালক, বেসরকারী বীজ উৎপাদন প্রকল্প সহ বিএডিসির অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয় ঃ

ধান ঃ

সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপণ করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরি প্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে।

এব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনা আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম ঃ

পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে

মাড়াই,ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন

ভুট্টা ঃ

পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টার গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকার গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি

২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট ঃ

যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে বীজ বপন করার আগে বীজ শোধন করা জরুরী। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপণ করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন

গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জী ঃ

এখনি গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জীর বীজ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরি সহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসব্জীর আগাম নাবি জাত আছে। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয় ঃ

মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তঃফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমন সহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট ঃ

বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকা আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কান্ড পচা, শিকড় গিঁট, হলদে সবুজ পাতা প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী, আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল ঃ

এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিন ও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগ্রহীত ফসল জাঁক দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি ঃ

এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন শাক জাতীয় ফসল বৃদ্ধি ঘটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, শসা, করলাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে ১ হাত দৈর্ঘ্য এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈবসার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘণ্টা ভেজানো মানসম্পন্ন সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন

চিত্রে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, অলিম্পিক পতাকা উত্তোলন করছেন সদস্য পরিচালক (সেচ ব্যবস্থাপনা) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আতাহার আলী এবং বিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন করছেন প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোতালেব খলিফা

বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি, সদস্য পরিচালক (সেচ ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আতাহার আলী, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, সংস্থার সচিব জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন ও প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোতালেব খলিফাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

মশাল প্রজ্জ্বলন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

ছাত্র-ছাত্রীদের মার্চ প্রদর্শনকালে সালাম গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ এনডিসি সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র নীলফামারীর ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারে প্রকৃত আলু বীজ উৎপাদন কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শহিদ উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র ডেমার আলুবীজ খামারে নারিকেল চারা রোপন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শহিদ উদ্দিন আহমেদ এনডিসি

বিএডিসি'র উদ্যোগে কৃষি ভবনে মসজিদুল ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল

জাতীয় কবিতা উৎসব ২০১৪ উপলক্ষে স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন বিএডিসি'র সদস্যবৃন্দ বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ শামছুল হক

কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার চৌয়ারা ইউনিয়নে বিএডিসি'র মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (সাবারী) নির্মাণ করা হয়। ছবিতে স্ট্রাকচার দিয়ে কৃষক ভাইদের মাঠ থেকে ধান নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মুরাদনগর উপজেলার হালিয়াকান্দি ইউনিয়নের ছিকী খাল পুনঃখনন কাজ

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত কুমিল্লার দাউদকান্দি-মেঘনা-তিতাস উপযোগী ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় তিতাস উপজেলার কড়িকান্দি ইউনিয়নে ২ কিউসেক এলএলপি স্কীমে সেচনালা নির্মাণ এবং এলএলপি দ্বারা পানি উত্তোলন

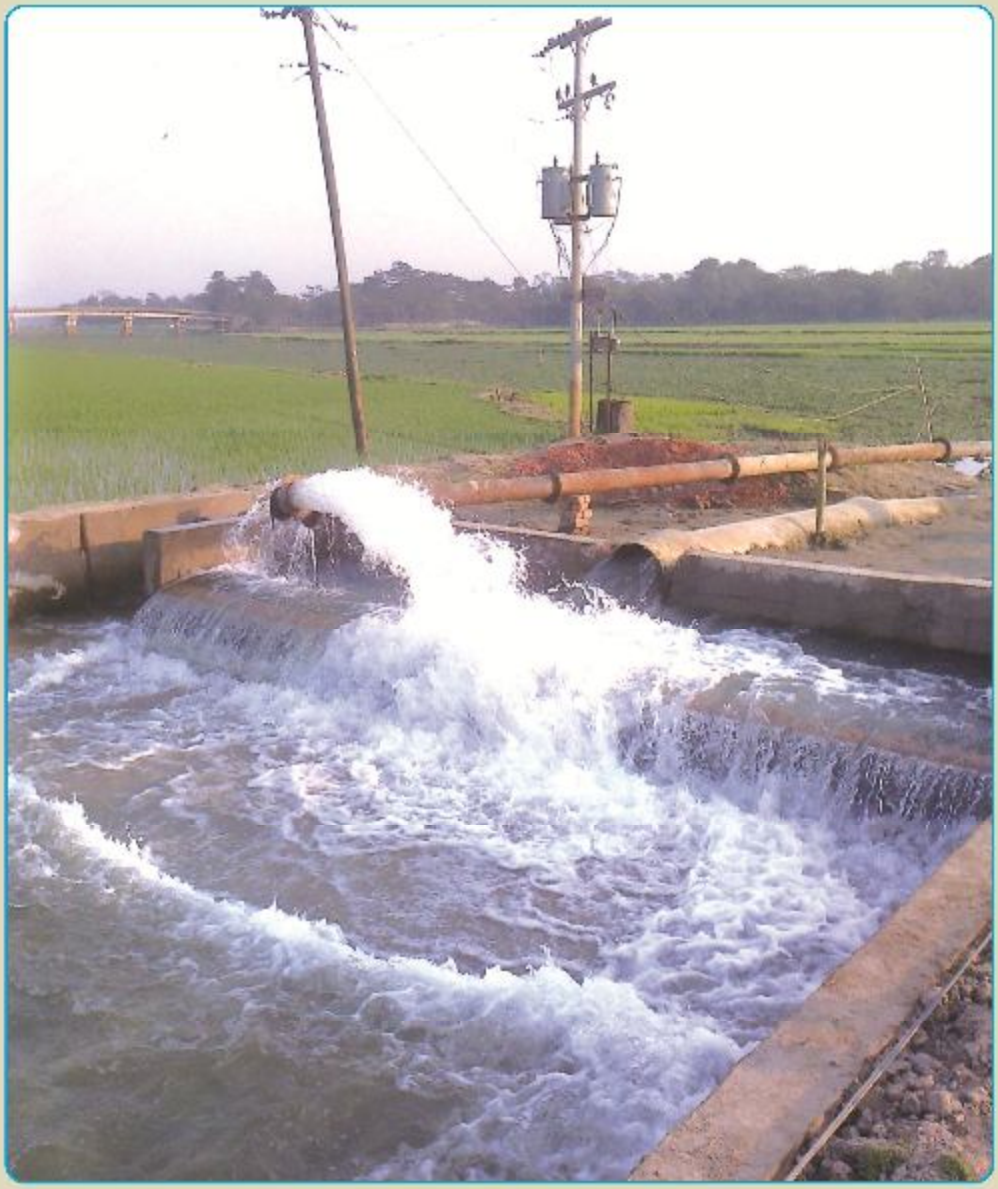

ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলায়
খোর্দ্দ ভাসমান পাম্প স্কীমের খোর্দ্দ খালে পাম্পের পানির প্রবাহ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৫২২৫৪, ৯৫৫২৫১৬, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এবং প্রিন্টলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।